গুদামের বদলে হোটেলের বেসিন, ডিলারশিপ পেলেন কৃষক দল নেতা



ছবি: সংগৃহীত

সিরাজগঞ্জের শাহজাদপুরে খাবার হোটেলের বেসিনের সামনের জায়গায় সারের গুদামের সাইনবোর্ড লাগিয়ে ডিলারশিপের লাইসেন্স নিয়েছেন খুকনি ইউনিয়ন কৃষক দলের সভাপতি আকরাম হোসেন। তবে সেখানে এখনো সার সংরক্ষণের উপযোগী কোনো গুদাম তৈরি হয়নি। এ অবস্থায় ডিলার নিয়োগের শর্ত এবং কৃষি অফিসের তদন্ত নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

শাহজাদপুর উপজেলার বাঘাবাড়ি দক্ষিণপাড় বাজার বাসস্ট্যান্ডে আকরাম হোসেনের খাবার হোটেলটি অবস্থিত। সরেজমিনে দেখা যায়, হোটেলের বেসিনের সামনেই সারের গুদাম পরিচয়ে সাইনবোর্ড লাগানো হয়েছে। কিন্তু সেখানে সার রাখার কোনো ব্যবস্থা নেই। জায়গাটি এখনো খাবার হোটেলের অংশ হিসেবেই ব্যবহৃত হচ্ছে।

হোটেলের ম্যানেজার জুবায়ের হোসেন বলেন, ‘আপাতত এটা হোটেল আছে, ভবিষ্যতে সারের গুদাম হবে।’

ডিলারশিপের লাইসেন্স পাওয়া আকরাম হোসেন বলেন, ‘আবেদনের সময় হোটেলের ভেতরে গুদামের সাইনবোর্ড লাগানো হয়েছিল। সার বরাদ্দ পেলে হোটেলটিকে গুদাম বানানো হবে।’ তদন্তের সময় বিষয়টি নিয়ে কোনো সমস্যা হয়েছিল কি না, জানতে চাইলে তিনি বলেন, ‘সমস্যা হয়নি। তখন বলেছি, লাইসেন্স পেলে হোটেলকে গোডাউন বানাব।’

সার ডিলার নিয়োগের শর্ত অনুযায়ী, আবেদনের সময়ই গুদাম প্রস্তুত থাকার কথা। এ জন্য আবেদনকারীদের কাগজপত্র ও গুদাম সরেজমিনে যাচাই করতে কৃষি অফিসের পক্ষ থেকে একটি তদন্ত কমিটিও গঠন করা হয়। কিন্তু হোটেলের বেসিনের সামনে সাইনবোর্ড লাগানো অবস্থায় জায়গাটি কীভাবে গুদাম হিসেবে বিবেচিত হলো, তা নিয়ে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে।

এ বিষয়ে শাহজাদপুর উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা আব্দুল্লাহ আল মামুন বলেন, ‘একটি কমিটির মাধ্যমে আবেদনকারীদের কাগজপত্র ও গুদাম সরেজমিনে তদন্ত করা হয়েছে। শিশির এন্টারপ্রাইজের মালিক আকরাম হোসেনের দুটি গুদাম রয়েছে। হোটেলের পাশেও আরেকটি গুদাম আছে। বেসিনের সামনে যে সাইনবোর্ড লাগানো হয়েছে, সেটিও একসময় গুদাম হবে।’

একই আবেদনকারীর নামে দুটি গুদাম দেখানোর নিয়ম আছে কি না, জানতে চাইলে কৃষি কর্মকর্তা বলেন, ‘নিয়ম আছে।’

তবে আবেদনপত্রে আকরাম হোসেনের দুটি গুদামের ঠিকানা আলাদা উল্লেখ করা হয়েছে। একই আবেদনকারীর নামে দুটি গুদাম দেখানোর ক্ষেত্রে কী শর্ত রয়েছে, ভিন্ন ঠিকানায় গুদাম দেখিয়ে লাইসেন্স নেওয়া যায় কি না, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। বিশেষ করে হোটেল চালু থাকা অবস্থায় সেটির একটি অংশকে গুদাম হিসেবে দেখানো এবং সেখানে সার সংরক্ষণের ব্যবস্থা না থাকার বিষয়টি তদন্ত কমিটির যাচাই-বাছাইয়ের কার্যকারিতা নিয়েও প্রশ্ন তৈরি করেছে।

এ বিষয়ে শাহজাদপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা শাবরিনা শারমিন বলেন, ‘এ বিষয়ে কোনো অভিযোগ পাইনি। আপনার কাছ থেকেই জানলাম। আমরা তদন্ত করে দেখব।’